সুকুমার রায়ের বাজে গল্প

মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

বাজে গল্প ১

দুই বন্ধু ছিল । একজন অন্ধ আর একজন কালা । দুইজনে বেজায় ভাব । কালা বিজ্ঞাপনে পড়িল, আর অন্ধ লোকমুখে শুনিল, কোথায় যেন যাত্রা হইবে, সেখানে সঙেরা নাচগান করিবে । কালা বলিল, ‘‘অন্ধ-ভাই, চল, যাত্রায় গিয়া দেখি ।’’ অন্ধ হাত নাড়িয়া গলা খেলাইয়া কালাকে বুঝাইয়া দিল, ‘‘কালা-ভাই, চল, যাত্রায় নাচগান শুনিয়া আসি ।’’

দুইজনে যাত্রার আসরে গিয়া বসিল । রাত দুপুর পর্যন্ত নাচ গান চলিল, তারপর অন্ধ বলিল, ‘‘বন্ধু, গান শুনিলে কেমন ?’’ কালা বলিল, ‘‘আজকে ত নাচ দেখিলাম —গানটা বোধহয় কাল হইবে ।’’ অন্ধ ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘‘ মূর্খ তুমি ! আজ হইল গান—নৃত্যটাই বোধহয় কাল হইবে ।’’

কালা চলিয়া গেল । সে বলিল, চোখে দেখ না, তুমি নাচের মর্ম জানিবে কি? অন্ধ তাহার কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিল, ‘‘কানে শোন না, গানের তুমি কাঁচকলা বুঝিবে কি?’’ কালা চিৎকার করিয়া বলিল, ‘‘আজকে নাচ কালকে গান, অন্ধ গলা ঝাঁকড়াইয়া আর ঠ্যাং নাচাইয়া বলিল, ‘‘আজকে গান কালকে নাচ ।’’

সেই হইতে দুজনের ছাড়াছাড়ি । কালা বলে, ‘‘অন্ধটা এমন জুয়াচোর—সে দিনকে রাত করিতে পারে ।’’ অন্ধ বলে, ‘‘কালাটা যদি নিজের কথা শুনিতে পাইত, তবে বুঝিত সে কত বড় মিথ্যেবাদী।’’

বাজেগল্প ২

কলকেতার সাহেব বাড়ি থেকে গোষ্ঠবাবুর ছবি এসেছে । এ বাড়িতে তাই হুলুস্থুল । চাকর বামুন ধোপা নাপিত দারোগা পেয়াদা সবাই বলে, ‘‘দৌড়ে চল, দৌড়ে চল ।’’

যে আসে সেই বলে, ‘‘কি চমৎকার ছবি, সাহেবের আঁকা ।’’ বুড়ো যে সরকার মশাই তিনি বললেন, ‘‘সব চাইতে সুন্দর হয়েছে বাবুর মুখের হাসিটুকু—ঠিক তাঁরই মতন ঠান্ডা হাসি ।’’ শুনে অবাক হয়ে সবাই বললে, যা হোক ! সাহেব হাসিটুকু ধরেছে খাসা ।’’

বাবুর যে বিষ্ঠুখুড়ো তিনি বললেন, ‘‘চোখ দুটো যা এঁকেছে, ওরই দাম হাজার টাকা—চোখ দেখলে, গোষ্ঠর ঠাকরদার কথা মনে পড়ে ।’’ শুনে একুশজন একবাক্যে হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল ।

রেধো ধোপা তার কাপড়ের পোঁটলা নামিয়ে বললে, ‘‘তোফা ছবি । কাপড়খানার ইস্ত্রি যেন রেধো ধোপার নিজের হাতে করা ।’’ নাপিত তার ক্ষুরের থলি দুলিয়ে বললে, ‘‘আমি উনিশ বছর বাবুর চুল ছাঁট্‌ছি—আমি

ঐ চুলের কেতা দেখেই বুঝ্‌তে পারি, একখান ছবির মতন ছবি । আমি যখনই চুল ছাঁটি, বাবু আয়না দেখে ঐ রকম খুশী হন ।’’

বাবুর আহ্লাদী চাকর কেনারাম বললে, ‘‘বলব কি ভাই, এমন জলজ্যান্ত ছবি—আমি ত ঘরে ঢুকেই এক পেন্নাম ঠুকে চেয়ে দেখি,বাবু ত নয়—ছবি।’’ সবাই বললে, ‘‘তা ভুল হবারই কথা—আশ্চর্য ছবি যা হোক।’’

তারপর সবাই মিলে ছবির নাক মুখ গোঁফ দাড়ি সমস্ত জিনিসের খুব সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম আলোচনা ক’রে প্রমাণ করলেন যে সব বিষয়েই বাবুর সঙ্গে আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে—সাহেবের বাহাদুরী বটে! এমন সময় বাবু এসে ছবির পাশে দাঁড়ালেন।

বাবু বললেন, ‘‘একটা বড় ভুল হ’য়ে গেছে । কলকেতা থেকে ওরা লিখ্ছে যে ভুলে আমার ছবি পাঠাতে কার যেন ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে । ওটা ফেরৎ দিতে হবে ।’’

শুনে সরকার মশায় মাথা নেড়ে বললেন, ‘‘ দেখেছ! ওরা ভেবেছে আমায় ঠকাবে! আমি দেখেই ভাবছি অমন ভিরকুটি দেওয়া প্যাখ্না হাসি—এ আবার কার ছবি ।’’ খুড়ো বললেন, দেখ না! চোখ দুটু যেন উলটে আসছে—যেন গঙ্গাযাত্রায় জ্যান্ত মড়া!’’ রেধো ধোপা সেও বলল, ‘‘একটা কাপড় পরেছে যেন চাষার মত । ওর সাত জন্মে কেউ যেন পোষাক পরতে শেখেনি ।’’ নাপিত ভায়া মুচকি হেসে মুখ বাঁকিয়ে বলল, ‘‘চুল কেটেছে দেখ না—যেন মাথার উপর কাস্তে চালিয়েছে ।’’ কেনারাম ভীষন ক্ষেপে চেঁচিয়ে বললে, ‘‘আমি সকাল বেলায় ঘরে ঢুকেই চোর ভেবে চমকে উঠেছি । আরেকটু হ’লেই মেরেছিলাম আর কি!’’ আবার এরা বলছিল, ওটা নাকি বাবুর ছবি । আমার সামনে ও কথা বললে মুখ থুরে দিতুম না ।’’ তখন সবাই মিলে এক বাক্যে বললে যে, সবাই টের পেয়েছিল যে, এটা বাবুর ছবি নয় । বাবুর নাক কি অমন চ্যাটাল? বাবুর কি হাঁসের পায়ের মত কান? ও কি বসেছে, না ভালুক নাচ্ছে?

বাজেগল্প ৩

কতগুলো ছেলে ছাতের উপর হুড়োহুড়ি করে খেলা করছে—এমন সময়ে একটা মারামারির শব্দ শোনা গেল । তারপরেই হঠাৎ গোলমাল থেমে গিয়ে সবাই মিলে ‘‘হারু পড়ে গেছে’’ বলে কাঁদতে কাঁদতে নীচে চলল ।

খানিক বাদেই শুনি একতলা থেকে কান্নাকাটির শব্দ উঠছে । বাইরের ঘরে যদুর বাবা গণেশবাবু ছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘কি হয়েছে?’’ শুনতে পেলেন ছেলেরা কাঁদছে ‘‘হারু পড়ে গিয়েছে।’’ বাবু তখন দৌড়ে গেলেন ডাক্তার ডাকতে ।

পাঁচ মিনিটে ডাক্তার এসে হাজির—কিন্তু হারু কোথায়? বাবু বললেন, এদিকে ত পড়েনি, ভেতর বাড়িতে পড়েছে বোধহয় ।’’ কিন্তু ভেতর বাড়িতে মেয়েরা বললেন, ‘‘এখানে ত পড়েনি—আমরা ত ভাবছি বারবাড়িতে পড়েছে বুঝি ।’’ বাইরেও নেই, ভেতরেও নেই, তবে কি ছেলে উড়ে গেল? তখন ছেলেদের জিজ্ঞাসা করা হ’ল ‘‘কোথায় রে? কোথায় হারু?’’ তারা বললে, ‘‘ছাতের উপর ।’’ সেখানে গিয়ে তারা

দেখে হারুবাবু অভিমান করে বসে বসে কাঁদ্‌ছেন! হারু বড় আদুরে ছেলে, মারামারিতে সে প'ড়ে গেছে দেখেই আর সকলে মার খাবার ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে । ''হারু পড়ে গেছে'' বলে এত যে কান্না, তার অর্থ, সকলকে জানান হচ্ছে যে, ''হারুকে আমরা ফেলে দেইনি—সে পড়ে গেছে ব'লে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে ।''

হারু তখন সকলের নামে বাবার কাছে নালিশ করবার জন্য মনে মনে অভিমান জমিয়ে তুলছিল—হঠাৎ তার বাবাকে লোকজন আর ডাক্তার শুদ্ধু এগিয়ে আসতে দেখে, ভয়ে আর নালিশ করাই হ'ল না । যা হোক, হারুকে আস্ত দেখে সবাই এমন খুশি হল যে, শাসন-টাসনের কথা কারও মনেই এল না ।

সবচেয়ে বেশি জোরে কেঁদেছিলেন হারুর ঠাকুরমা । তিনি আবার কানে শোনেন কিছু কম । তাঁকে সবাই জিজ্ঞেস করল, ''আপনি এত কাঁদ্‌ছিলেন কেন?'' তিনি বললেন, ''আমি কি অত জানি? দেখলুম ঝিয়েরা কাঁদ্‌ছে, বৌমা কাঁদ্‌ছেন, তাই আমিও কাঁদ্‌তে লাগলুম—ভাবলুম একটা কিছু হয়ে থাক্‌বে ।''

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com